যুগান্তর

তারিখ ... 17 MAY 2005
পৃষ্ঠা ... ১ ... কলাম ... ৪

উচ্চশিক্ষার বেহাল দশা গুণগত মান নিম্নমুখী

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ১

মুসতাক আহমদ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সার্বিক শিক্ষা কার্যক্রমে বিরাজ করছে বেহাল দশা। শিক্ষকদের অতিমাত্রায় রাজনীতিতে জড়িয়ে পড়া, অধিক অর্থ উপার্জনের নেশায় শিক্ষকদের বিশ্ববিদ্যালয়ের বাইরে খুঁট, অযোগ্য শিক্ষক নিয়োগ, নিয়মিত ক্লাস-পরীক্ষা অনুষ্ঠিত না হওয়া, ক্লাস না নিয়ে বা সিলেবাস শেষ না করেই পরীক্ষা নেয়া, বিলম্বে পরীক্ষার ফল প্রকাশ, পর্যাপ্ত লাইব্রেরি সুবিধার অভাব, ক্লাসরুম সঙ্কট, হলে সিট সমস্যা, শিক্ষার্থীদের ক্লাসে যোগদানে অনীহা, শিক্ষার্থীদের রাজনীতিতে জড়িয়ে যাওয়াসহ নানা কারণে দেশের সর্বোচ্চ বিদ্যাপীঠের শিক্ষা কার্যক্রম বর্তমানে প্রায় অগোছালো হয়ে পড়েছে। দশা পৃষ্ঠা ২ : কলাম ৩

দশা : বেহাল

(১ম পৃষ্ঠার পর)

সংশ্লিষ্টদের মতে, হরতাল-ধর্মঘটসহ বিভিন্ন রাজনৈতিক কর্মসূচি এক্ষেত্রে শিক্ষার যতটা না ক্ষতি করছে, তারচেয়ে বেশি ক্ষতি করছেন শিক্ষকরা তাদের উদাসীন আচরণের দ্বারা। পাশাপাশি শিক্ষাজীবন শেষে একটি ভাল চাকরি 'পাওয়া-না পাওয়ার' আশা-হতাশার দোলাচলে পড়ে পড়ালেখায় শিক্ষার্থীদের মনোযোগী না হওয়ায় সার্বিক উচ্চশিক্ষা তিমিরে গন্তব্য শুরু করেছে।

খ্যাতিমান শিক্ষকদের অবসর নেয়া বা বিশ্ববিদ্যালয় ছেড়ে চলে যাওয়া। খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্ধশতাধিক খ্যাতিমান শিক্ষক বিভিন্ন মেয়াদে ছুটি নিয়ে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে চলে গেছেন। তাদের মধ্যে পদার্থবিজ্ঞান বিভাগের শিক্ষক অধ্যাপক শওকত আলী, গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগের সাবেক দুই চেয়ারম্যান অধ্যাপক সাখাওয়াত আলী খান ও অধ্যাপক আহাদুজ্জামান মোহাম্মদ আলী, ইংরেজি বিভাগের শিক্ষক ড. ইবরুল ইসলাম, বাংলা একাডেমীর সাবেক নির্বাহী পরিচালক ও ইতিহাস বিভাগের অধ্যাপক সৈয়দ আনোয়ার হোসেন, অধ্যাপক আবদুল মমিন চৌধুরী, অধ্যাপক হাসিবুর রশিদ, ফিন্যান্সের মোজাহিদুল ইসলাম, এমএ বাকি খলিলী (প্রেসিডেন্সি কলেজ), মনোবিজ্ঞানের অধ্যাপক ড. নজরুল ইসলাম উল্লেখযোগ্য। এ ধরনের ছুটি ছাড়াও বিদেশে দুই বা তিন বছরের জন্য উচ্চশিক্ষার নিমিত্তে গমন করে বছরের পর বছর বাড়িয়ে দেন অনেকে। অনেকে আর ফেরেন না। অনেকে বিনা প্রয়োজনে ছুটি বাড়িয়ে বিদেশে কাটিয়ে দেন।

ক্লাসরুমের সঙ্কট এবং হলে হলে সিট সঙ্কটের কারণে শিক্ষা কার্যক্রম বিঘ্নিত হচ্ছে। ছাত্রনেতা শামসুজ্জামান বেহেদী বলেন, হলের সিট সঙ্কটের কারণে অনেক ছাত্র বাধ্য হয়ে রাজনীতিতে যোগ দেন। রাজনীতিতে ভিড়ে যাওয়ার কারণে লেখাপড়ায় অনেকে মনোনিবেশ করতে পারেন না। কলাভবনে ক্লাস ও সামাজিক অনুষদের ২৫টি বিভাগ রয়েছে। এতগুলো বিভাগের ক্লাস অনুষ্ঠান নিয়ে প্রায় সব সময়ই ক্লাসরুম সঙ্কট থাকে। যার ফলে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে ক্লাস সম্পন্ন হয় না বা ক্লাস সম্পন্ন না করেই তা সাসপেন্ড ঘোষণা করা হয় অনেক সময়।

একাডেমিক ক্যালেন্ডার না মেনে খামখেয়ালিপনা তো একাডেমি পরিচালনা ও শিক্ষার মানে আর একটি উপসর্গ যোগ করছে। খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, বিশ্ববিদ্যালয়ে এক বছর সেশন ধরা হলেও বর্তমানে সাত-আট মাসেই সেশন শেষ করে পরীক্ষা নেয়া হয়। ম্যানেজমেন্ট বিভাগের এক ছাত্র জানান, তাদের বিভাগে ছয় মাসের সেমিস্টার তিন